**শোয়ালাখিয়া হত্যাকান্ড**
মৌলানা ফরিদ ছিলেন জঙ্গিদের লক্ষ্য
পুলিশের ধারনা

মুক্তকথা: রাত ১২.৩৩: শুক্রবার ৮ই জুলাই ২০১৬::
মৌলানা ফরিদ উদ্দীন মাসুদ না-কি টুইটারে লিখেন। মানুষহত্যা ও সন্ত্রাসকে ইসলাম বিরুধী ফতোয়া দেবার জন্য দেশের বরেণ্য আলিম ওলেমাদের এক জোট করার অপরাধে জঙ্গিদের বিষনজরে পড়েন তিনি। সেদিন না-কি লিখেছিলেন-“ইসলামের নামে এই রক্তপাত ইসলামের গায়েই কালি ঢালছে।” পুলিশের ধারণা, তাই তার নাম উঠে আসে জঙ্গিদের হত্যা তালিকার শীর্ষে। আর তাই জঙ্গিরা শোয়ালাখিয়ায় হাজির হয়। এমন করেই লিখেছে আনন্দবাজার।

ঘটনাস্থলে থাকা এক পুলিশ কর্মী বলেছেন, ওই দিন সকাল ন’টা নাগাদ ইমাম ফরিদ উদ্দীন ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে এসে নামেন নামাজ মাঠের প্রায় এক কিলোমিটার দূরের হেলিপেডে। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে কয়েকজন ছেলে আগে থেকেই এসে দাড়িয়েছিল। তারা ইমামের গাড়ীর দিকে এগোতে থাকে। পুলিশ বাধা দিলে তারা ব্যাগ থেকে হাত বোমা জাতীয় কিছু বার করে ছুড়তে থাকে। ফলে পুলিশের সাথে জঙ্গিদের সংঘর্ষের সূচনা হয়। খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকা গুলি মাথায় লেগে পাশের বাড়ীর বাসিন্দা ঝর্ণারাণী ভৌমিক মারা যান।

পুলিশের বক্তব্য বলে আনন্দবাজার আরও লিখেছে যে, ওই দিন খুব শক্ত নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল ফলে জঙ্গিরা নামাজের মাঠে পৌঁছাতে পারেনি। তল্লাশিতে ধরা পড়ে যাবার আশংকায় তারা গুলি-বোমা নিয়ে পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চাপাতি দিয়ে পুলিশকে কোপাতে থাকে। ফলে মারা যান দুই পুলিশকর্মি। পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে এক হামলাকরী মারা যায়। একজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ধরা পড়ে। দিনাজপুরের বাসিন্দা ওই তরুণ পুলিশকে জানিয়েছে, তারা আটজন দিন তিনেক আগেই কিশোরগঞ্জে পৌঁছে গা ঢাকা দেয়। জঙ্গি-সন্ত্রাসের বিরোধিতা করায় এর আগেও মৌলানা মাসুদকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল জঙ্গিরা।

আনন্দবাজারের খবরে আরও বলা হয়েছে যে গেল বুধবারই ভিডিও মারফত হুমকি দিয়েছিল আইএস। জানিয়ে দিয়েছিল- গুলশানের পরেও একের পর এক হামলায় কাঁপিয়ে দেয়া হবে বাংলাদেশ। তার কয়েকঘন্টার মধ্যেই লালে লাল ঘটনা ঘটিয়ে দিল কিশোর গঞ্জে। মারা গিয়েছেন দুইজন পুলিশসহ চারজন। অন্ততঃ ডজন খানেক আহত।

কিশোরগঞ্জের শোয়ালাকিয়া উপমহাদেশখ্যাত ইদের নামাজের জন্য। এখানে বহু দূর এলাকা থেকে মানুষ আসেন ইদের নামাজ পড়তে।এবারও কমপক্ষে ৪লাখ মানুষ হয়েছিলেন ইদের নামাজে।